মুজিবনগরে ৪০ বোতল ফেনসিডিল সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

“চলো যায় যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মুজিবনগর থানার মাদক বিরোধী অভিযানে ৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে বাগোয়ান গ্রামের মজিবার মোড় থেকে তাকে আটক করা হয়। মুজিবনগর থানার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান, শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় বাগোয়ান গ্রামের মজিবর মোড়ে এক মাদক ব্যবসায়ী ফেনসিডিল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে, আমার নির্দেশে সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে এস আই আলিম ও এএসআই আলিফ এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স মজিবার মোড়ে, অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মন্ডলপাড়ার আফারুল ইসলামের ছেলে তুষার হোসেন (২১)কে প্লাস্টিকের বস্তার ভিতরে ভরা অবস্থায় ৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।
আটক কৃতকে মাদক মামলা দিয়ে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ এর প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

শৈলকুপায় ১৪ দিন পর জখম যুবলীগ কর্মীর মুত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ১৪ দিন পর জখম হওয়া স্বপন নামে এক যুবলীগ কর্মীর মুত্যু হয়েছে।টানা ১৪ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শুক্রবার সকাল ৫ টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে মারা যায়। নিহত স্বপন(৩৫) উপজেলার কবিরপুর গ্রামের মৃত আহাম্মদ আলীর ছেলে।

জানা যায়, গত ১৭ ই ডিসেম্বার শুক্রবার সন্ধ্যায় শৈলকুপা উপজেলা হাসপাতালের সামনে চায়ের দোকানে স্বপন (৩৫) ও রাব্বি (৩০) নামের

দুই যুবলীগ কর্মী বসে ছিল। এমন সময় ১০/১৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রামদা, চাইনিজ কুড়াল নিয়ে তাদের কে ধাওয়া করে। এসময় তারা পালানোর চেষ্টাকালে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মধ্যে তাদের দুজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে ও সেইসাথে ২টা মটরসাইকেল ভাংচুর করে পালিয়ে যায় । শৈলকুপা হাসপাতলে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বপন নামের যুবলীগ কর্মীকে প্রথমে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও অবস্থার অবনতি হলে পরে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে রেফার করা হয় আর সেখানেই ১৪ দিন পর তার মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে ১৮ ডিসেম্বর ৩৩ জনের নাম উল্লেখ করে শৈলকুপা থানায় একটি হত্যা প্রচেষ্টার মামলা হয়। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি তার মৃত্যুর সংবাদ শুনেছি। অপরাধী যেই হোক কোন ছাড় পাবে না । বর্তমান এলাকার পরিস্থিতি শান্ত আছে।

‘আল্লাহ বসুন্ধরা গ্রুপের মালিককে যেন ভালো রাখে’

৯০ বছরের হেবু কাজী। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এ মানুষটি বসুন্ধরা গ্রুপের কম্বল উপহার নিতে এসেছিলেন সদর উপজেলার খন্দকারপাড়া থেকে। এর আগে কখনো তিনি কম্বল পাননি। এই প্রথম কম্বল পেয়ে তিনি খুশিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। কম্বল পেয়ে তিনি বলেন, ‘আল্লাহ বসুন্ধরা গ্রুপের মালিককে যেন ভালো রাখো।’

শহরের ঘোষপাড়ার খোদেজা খাতুন বলেন, ‘বহু মানুষ কম্বল পেয়েছে। আমরা কুনুদিন কম্বল পাইনি। বসুন্ধরা গ্রুপের কম্বল পেয়ে খুবি খুশি হয়িছি।’

বৃহস্পতিবার সকালে বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় কালের কণ্ঠ শুভসংঘের আয়োজনে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মাঠে কম্বল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন কম্বল বিতরণের উদ্বোধন করেন। এ সময় পৌর মেয়র বলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের এই মহৎ কর্মের মাধ্যমে মেহেরপুরসহ সারাদেশের শীতার্তদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক মূল্যেবোধের কাজ করেছে। বসুন্ধরা গ্রুপের ন্যায় দেশের অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এধরণের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

কালের কণ্ঠ শুভসংঘের পরিচালক জাকারিয়া জামান বলেন, বসন্ধুরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান স্যারের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমরা মেহেরপুরসহ সারাদেশে দেড় লাখ কম্বল বিতরণ করছি। যাতে শীতার্ত মানুষগুলোর কষ্ঠ একটু হলেও লাঘব হয়।

কালের কণ্ঠ’র মেহেরপুর প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপ মানবিক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের কল্যানে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে।

জেলার সদর উপজেলায় ৪০০ এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৩০০ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। মুজিবনগর কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে শীতার্তদের মাঝে কম্বল তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার।

এ সময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুজ্জামান, বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, শুভসংঘ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ উপস্থিত ছিলেন। পরে গাংনী উপজেলায় ৩০০ কম্বল বিতরণের মধ্যে দিয়ে জেলায় এক হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়।

দর্শনায় সরকারি জমি অবৈধ দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষের আশংকা

দামুড়হুদা উপজেলা দর্শনা শ্যামপুর গ্রামে সরকারি জলাশয় পতিত জমি

দখলকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় বড় ধরণের রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষ হতে পারে বলে আংশকা প্রকাশ করেছে গ্রামবাসী। দর্শনা থানার শ্যামপুর মল্লিক পড়ার রাজ্জাকসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রকাশ্য পতিত জলাশয় দখলের চেষ্টা করছে। এ নিয়ে গ্রামবাসী ও আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘদিন চলে আসছে হামলা-পাল্টা হামলা ও ভাংচুর।

জানাযায় দর্শনা শ্যামপুর মল্লিক পাড়ার চৌওরাস্তার সংলঘ্ন নদীর পাশে ১৪/১৫ আগে উজ্জলপুর নলবিলা গ্রামের মৃত আয়ুব আলী ছেলে আব্দুর রাজ্জাক এসে শ্যামপুর গ্রামের মল্লিকপাড়ায় ২৬ শতক জমি ক্রয় করে। সে সময় থেকেই নদীর পাশে অবস্থিত কবর স্থান সংলঘ্ন জলাশয় দখল করার নানা ফন্দি করে আসছে এ জমি দস্যু আব্দুর রাজ্জাক ওরফে ফল রাজ্জাক।

স্থানীয়দের দাবি রাজ্জাক বেশ কয়েক বার মাস্তান নিয়ে কবর স্থান ও জলাশয় দখল করতে আসে। সে সময় এলাকার জনগন তাদের বাধা প্রদান করলে নিরিহ জনগনের উপর ক্ষিপ্ত হুমকি ধামকি প্রদান করে। এ নিয়ে গত বুধবার পূর্বের ন্যায় আবার রাজ্জাকসহ বেশ কয়েকজন স্ব-দলবলে এসে পুকুরে মাটি ভরাট ও কবর স্থানের জায়গা দখল করতে আসার অভিযোগ উঠেছে। এসময় গ্রামের মানুষ তাদের উপর চড়াও হলে চলে যায়, জমির বিষয়ে কথা বলায় রাজ্জাক এলাকার বিভিন্ন মানুষের নামে থানায় অভিযোগ ও কোর্টে মামলা করে হয়রানি করে আসছে বলে জানান গ্রামবাসি।

ঘটনাটি নিয়ে গত মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টায় দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার আহাম্মদ আলী গ্রামবাসী ও আব্দুর রাজ্জাকের সাথে শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আহম্মদ আলী উভয় পক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেন আগামী ৭দিনের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে গ্রামবাসী ঐ জমির অনুমোদন আনতে হবে। না হলে যেহেতু আব্দুর রাজ্জাকের জমি সংলগ্ন সেহেতু ঐ পতিত জমি আব্দুর রাজ্জাকের হবে। ঐ সময় পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বলবত থাকবে। এ শালিস বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, শ্যামপুর গ্রামের লিয়াকত আলী, আব্দুর রহমান, ওযার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফ মল্লিকসহ প্রায় ১০/১২জন ও আব্দুর রাজ্জ্ক।

এছাড়া দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাধারণ সম্পাদক হারুন রাজু, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন ও সাংবাদিক ইকরামুল হক পিপুল। সাংবাদিকদের দাবি ঘটনাটির সুষ্ঠ নিস্পত্তি হোক। এদিকে এ জমিকে ঘিরে ১৯৮৬ সালে দিকে সিতাব মালিথা নামে একজন খুন হয়েছিল। ফলে ঘটনাটি যাতে সরকারী পতিত হিসাবে থাকে

এ বিষয় গ্রামবাসী জেলা প্রশাসকের নিকট দাবী করেছেন।

সিটি ব্যাংকের এজেন্ট খাদেমুল হত্যা মামলার আসামী গ্রেফতার

গত ২৬ আগস্ট গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব-আমঝুপি সড়কের খোকসা মাঠের মধ্যে ছিনতাইকারীদের গুলিতে নিহত কোমরপুর সিটি ব্যাংকের এজেন্ট মালিক ও তন্নি হার্ডওয়্যারের স্বত্বাধিকারী খাদেমুল ইসলাম হত্যা মামলার অজ্ঞাতনামা আসামী আক্তারুজ্জামান সেতু (২১) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবি পুলিশের পরিদর্শক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক সুলতান মাহমুদ, এএসআই মাহাতাব উদ্দীনসহ সঙ্গীয় ফোর্স চট্টগ্রামের ডাবল মুরিং থানার আগ্রাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। সেতু মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার আবুল কালাম আজাদের ছেলে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি পুলিশের পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গ্রেফতার করে মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যাকান্ডের নানা তথ্য দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৬ আগস্ট বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খাদেমুল ইসলাম ৪৬ লাখ একটি স্কুল ব্যাগে নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে আমঝুপি-ড়াঁড়াডোব সড়ক হয়ে গাংনী আসছিলেন।

আমঝুপি-গাঁড়াডোব সড়কের খোকসা ও গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠের মধ্যে পৌঁছানো মাত্র পেছন থেকে মোরসাইকেলে আসা দুইজন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন। তখন খাদেমুল ইসলামের সঙ্গে দুইজন দুর্বৃত্তের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু

হয়। এক পর্যায়ে দুর্বৃত্তরা খাদেমুলকে পিছনে গুলি করে।

এসময় খাদেমুল রস্তায় পড়ে চিৎকার শুরু করেন। এসময় একটি পাখি ভ্যান আসতে দেখে দুর্বৃত্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।স্থানীয়রা খাদেমুলকে মুমূর্ষু অবস্থায় টাকার ব্যাগসহ উদ্ধার গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেন।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। তার কাঁধে থাকা ব্যাগ থেকে ৪৬ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ৩০ তারিখ ২৭/০৮/২০২১ ধারা ৩৯৪/৩০২/৩৪ পেনাল কোড। গ্রেফতাকৃত আসামীকে আগামীকাল শুক্রবার আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে একজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম

মেহেরপুরে বসতবাড়ির জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে সাইদুর রহমান (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করার অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার মনিরুজ্জামান ও তার স্ত্রী সালমা খাতুনের বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড নতুন শেখপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি এজাহার দাখিল করা হয়েছে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বসত বাড়ির জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে মনিরুজ্জামান ও তার স্ত্রী সালমা খাতুন বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দেশীয় অস্ত্র দা ও লোহার রড় নিয়ে সাইদুর রহমানের বাড়ির ভিতরে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। এক পর্যায়ে সাইদুর রহমান গালিগালাজ নিষেধ করলে মনিরুজ্জামান উত্তেজিত হয়ে তার হাতে থাকা দাঁ দিয়ে সাইদুর রহমানের মাথায় কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে।

এসময় সালমা খাতুন তার হাতে থাকা রড দিয়ে সাইদুর রহমানের ঘাড়, পিঠ ও মাজাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। এসময় সাইদুর রহমানের চিৎকারে এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

মেহেরপুরে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে মেহেরপুরে সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপি।
বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাসস্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. জয়নুল আবেদীন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হারুন অর রশিদ এমপি। জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মেহেদী আহমেদ রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ। সমাবেশে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে ২ দিন ব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা সমাপ্ত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কর্তৃক আয়োজিত ২ দিনব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা -২০২১ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড মোঃ মুনসুন আলম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আবু সাঈদ, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মোমিনুল ইসলাম সহ প্রমুখ।
বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্তরা হলো শাবনাজ আক্তার ঝুমা মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তাহসিন সায়মা মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আকাশ আলী মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফাতেমাতুজ জোহরা ঐশী মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোঃ জিহাদ আলী মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, হুসাইন আল মাসরাজ মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, আবরার রাফিদ মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সানজিদা ইসলাম শিমু ফ্রেন্ড ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজ, মুশফিকুর রহমান জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, তৈয়ব ইসলাম শুভ ফ্রেন্ড ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজ।

গাংনীতে ছাগল চুরির অভিযোগে ৩ জনকে গণধোলাই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে ছাগল চুরির অভিযোগে ৩জনকে আটক করে গণধোলাই দেয়া হয়েছে। একই সাথে জবাইকৃত ১ টি ছাগল বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আটককৃতরা হলো-কল্যাণপুর

গ্রামের উত্তরপাড়ার জমির মন্ডলের ছেলে ইছার উদ্দীন (৪৮),মৃত পিয়ার আলীর ছেলে রহিদুল ইসলাম (৫৫) ও মৃত রববান আলীর ছেলে আসাদুল ইসলাম (৫০)।

বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ছাগলের মালিক একই পাড়ার হুরমত আলীর ছেলে সাইদুল ইসলামসহ স্থানীয়রা ৩জনকে আটক করেন।

স্থানীয়রা জানান সাইদুল ইসলামের একটি বুধবার রাতে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে প্রতিবেশী ইছার উদ্দীনের বাড়ির গেটে ছাগল মল দেখতে পান। খাসি ছাগলটি ইছার উদ্দীনের বাড়িতে আছে এমন সন্দেহে ছাগল মালিক সাইদুল ইসলাম প্রতিবেশীদের সহায়তায় ইছার উদ্দীনের বাড়ি তল্লাশি করে ঘরের খাটের নিচ থেকে জবাইকৃত বস্তাবন্দি ছাগলটি উদ্ধার করেন। এসময় ছাগল চুরির সাথে জড়িত ইছার উদ্দীন,একই পাড়ার রহিদুল ও আসাদুলকে স্থানীয় ধৃত করে গণধোলাই শেষে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন।

স্থানীয় তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (মেম্বর) কাউছার আলী জোয়ার্দ্দার জানান,ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
গাংনী থানার ওসি আব্দুর রসজ্জাক ছাগল চুরির অভিযোগে ৩ জনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা চলছে বলে নিশ্চত করেছেন।

দর্শনা সীমান্তের নাস্তিপুর গ্রামে দূরবৃত্তের গুলিতে নিহত

দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী নাস্তিপুর গ্রামে দুবৃর্ত্তের গুলিতে নিহত বিজিবির সোর্স হয়রত আলী বিশ্বাস ওরফে হযো (৫৭) দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিহতর মরদেহর ময়না তদন্ত শেষে সন্ধায় গ্রামের স্কুল মাঠে নামাজের জানাযা শেষে কবরস্থানে

তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।

নিহত হযরত আলী দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বাদলা বিশ্বাসের ছেলে।

গভীর রাতে দূর্বৃত্তরা ঘরের জ্বানালা দিয়ে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্হায় হযরতকে গুলি করে হত্যা করে। এ হত্যা কান্ডের ঘটনায় নিহতর মেয়ে সুমি বাদি হয়ে দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

পুলিশ হত্যা কান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য গ্রামের হায়দারের ছেলে জসিম (৩২) কে আটক করেছে।

স্থানীয়রা জানায়, চলতি মাসে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বিজিবি কর্তৃক দুটি র্স্বণের বড় চালান আটক করার জের ধরে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ, এম লুৎফুল কবীর বলেন, তাকে লক্ষ করে হত্যার উদ্দ্যেশ্যে দুই রাউন্ড গুলির তাককরা হয়েছে। এরমধ্যে নিহতর শরীরের একটি গুলি বৃদ্ধ হয়।
ঘটনাস্থল থেকে বন্দুকে দুইটি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা রুজু হয়েছে। আমরা হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত আসামী ধরার জন্য জাল বিস্তার করেছি। কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে। আর তদন্ত করে হত্যার মূল রহস্য উদঘাটন করবে। ধারনা করা হচ্ছে দূর্বৃত্তরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে গুলি ছোড়া হয়েছে সেটি নাইন এম,এম পিস্তলের গুলি বলে ধারনা করছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিজ বসত ঘরে ঘুমিয়ে ছিল হযরত আলী। এসময় ঘরের পিছনের একটি জ্বানালা দিয়ে ঘুমন্ত হযরত আলীকে লখ্য করে গুলি ছোড়ে দূর্বৃত্তরা। এতে গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরুত্বর ভাবে আহত হয় সে।
পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে রাত ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্য হয়।